চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার মোঃ হাবিবুর রহমান হাবুকে বিএসএফ সদস্য কর্তৃক নির্যাতনের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

৯ ডিসেম্বর ২০১১ রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার সতের রশিয়া গ্রামের, মোঃ সাইদুর রহমানের ছেলে মোঃ হাবিবুর রহমান হাবু (২৪) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর থানার কাতলামারী গ্রামের কাইটাপাড়ার মুক্তার হোসেনের বাড়ী থেকে বাংলাদেশে আসার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি কাহারপাড়া সীমান্তের চরমৌরুসী চৌকির কাছে এলে ১০৫, ব্যাটালিয়নের ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যদের চাহিদা মত ঘুষের অর্থ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদের রোষানলে পড়েন। ফলে চৌকিতে কর্মরত বিএসএফ সদস্যরা হাবুকে আটকের পর নির্যাতন করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

৯ ডিসেম্বর ২০১১ হাবুকে নির্যাতনের ঘটনাটি এক বিএসএফ সদস্য মোবাইল ফোনে রেকর্ড করে। ১১ মিনিট ৫৬ সেকেন্ডের ভিডিও চিত্রটি ঘটনা মে ফাঁস হয়ে গেলে ভারতীয় স্যাটেলাইট গণমাধ্যম এনডিটিভি ১৮ জানুয়ারী ২০১২ ওই নৃশংসতার ফুটেজ সম্প্রচার করে। এনডিটিভির প্রচারে বলা হয় নির্যাতিত যুবক বাংলাদেশী। ১৯ জানুয়ারী ২০১২ হাবু বাংলাদেশী মিডিয়ার কাছে তাঁর বর্বরোচিত ঘটনার বর্ণনা করেন।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- মোঃ হাবিবুর রহমান হাবু
- হাবুর পরিবারের সদস্য
- হাবুর চিকিৎসক
- শিবগঞ্জ উপজেলা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসন এবং
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ এনডিটিভির ফুটেজ থেকে নেয়া বিএসএফ সদস্য কর্তৃক হাবুকে নির্যাতনের দৃশ্য।

মোঃ হাবিবুর রহমান হাবু (২৪), নির্যাতিত ব্যক্তি , চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মোঃ হাবিবুর রহমান হাবু অধিকারকে জানান, তিনি একজন দরিদ্র কৃষক। তিনি কৃষি কাজের পাশাপাশি খেলনা বি□ি করে অভাবের সংসার চালান। ২০১১ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রতিবেশী এক লোক তাঁকে বলেন, ভারত থেকে গরু বাংলাদেশে এনে দিলে গরু প্রতি কমিশন দেয়া হবে। সেই প্রতিবেশী তাঁকে বাংলাদেশের এবং ভারতের দুই গরু ব্যবসায়ীর ঠিকানা দেন। তিনি সেই ব্যক্তির দেয়া ঠিকানা নিয়ে রাজশাহী জেলার মতিহার থানার খানপুর চর গ্রামের জনৈক বাবুর বাসায় যান। পরে তিনি খানপুর সীমান্তে যান এবং সীমান্তের কাছে থাকা একজন দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এসময় তিনি দালালকে ২০০ টাকা দেন। দালাল তাঁকে নিয়ে ১৬৩-১ এস সীমান্ত পিলারের কাছে নিয়ে যায় এবং একজন বিএসএফ সদস্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। দালাল ৫০ টাকা রেখে বাকী ১৫০টাকা ঐ বিএসএফ সদস্যের হাতে দেয়। দালালের কথামত রাতে তিনি ১৬৩-১এস পিলারের কাছ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর থানার কাতলামারী গ্রামের কাইটাপাড়ায় গরু ব্যবসায়ী মুক্তার হোসেনের বাড়ীতে যান। তিনি নতুন বলে কোন ব্যবসায়ী তাঁকে গরু দেয়নি। ৯ ডিসেম্বর ২০১১ রাত আনুমানিক ১০.৩০টায় তিনি অন্যান্য গরুর রাখালদের পেছনে পেছনে বাংলাদেশে আসার জন্য রওয়ানা করেন। রাত আনুমানিক ১১.০০টায় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কাহারপাড়া সীমান্তের চর মৌরুসী বিএসএফ চৌকির কাছে পৌছান, এসময় সব রাখালকে গরুসহ ছেড়ে দিয়ে বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে ধরার জন্য

ট্রাক্টর নিয়ে ধাওয়া করে তাঁকে ধরে চৌকিতে নিয়ে যায়। প্রমে তাঁর কাছে একটি মোবাইল ফোন, ৪০০০টাকা এবং ১০টি টর্চ লাইট ঘুষ হিসেবে দাবী করে। তিনি বিএসএফ সদস্যদের বলেন, তাঁর কাছে কোন কিছুই নেই। এসময় ৮ জন বিএসএফ সদস্য তাঁকে ঘিরে ধরে। সবার কাছে ছিল অস্ত্র, লাঠি ও টর্চ লাইট। তাঁদের মধ্যে একজনের কাছে বড় একটি ছোরা ছিল। ছোরা দিয়ে তিনি তাঁর কান কেটে নেবার হুমকী দিচ্ছিলেন। অন্য একজন তাঁর নাম ঠিকানা জানতে চান। তিনি নাম ঠিকানা বলার পরে তাঁরা তাঁকে অশ্লীল ভাষায় (হিন্দিতে) গালিগালাজ করতে থাকে। একজন তাঁর গলার মাফলার খুলে তাঁর হাত বাঁধে। আরেকজন লাঠি দিয়ে তাঁর পায়ে কয়েকটি আঘাত করে। এ সময় তিনি মাটিতে পড়ে গেলে একজন তাঁর বুকে পা দিয়ে চেপে ধরে এবং আরেক জন তাঁর গায়ের জ্যাকেট ও গেঞ্জি খুলে ফেলে। এরপর মাফলার দিয়ে বাঁধা হাত খুলে দিয়ে আবার রশি দিয়ে পিছমোড়া করে তাঁর হাত বাঁধে এবং তাঁর গলায় পা দিয়ে চেপে ধরে। অন্যজন আবার তাঁর পায়ের বাঁধন খুলে দেয় এবং উলঙ্গ করে ফেলে। তারা তাঁকে পিটিয়ে মাটিতে ফেলে দেয় এবং আবার উঠে দাঁড়াতে বলে। তিনি দাঁড়াতে না পারায় আবারও সারা শরীরে তারা এলোপাথারি পেটায় এবং তাঁকে গালিগালাজ করে। এ অবস্থায় তাঁকে লাঠি দিয়ে পেটানো হয়। এরপর একজন তাঁর লুঙ্গিটি ছিঁড়ে দুই টুকরা করে ফেলে। আরেকজন একটি বাঁশ তাঁর পেছনে দিয়ে দুই হাত টানা লম্বা করে বাঁশের দুই মাথায় (μশের মত করে) বেঁধে দেয়। পরে দুইজন বাঁশের দুই মাথায় ধরে থাকে, আর কয়েকজন পেটে, কোমরে, পায়ে আঘাত করতে থাকে। তিনি তখন চিৎকার করে আর কোন দিন ভারতে আসবেন না বলে তাঁদের কাছে জীবন ভিক্ষা চান। তাঁদের মধ্যে একজন মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় তাঁর এই নির্যাতন দৃশ্য ভিডিও করতে থাকে। এক পর্যায়ে তাঁকে পিটিয়ে মাটিতে চিৎ করে ফেলে দিয়ে একজন তাঁর বুকের দুই পাশে পা রেখে দাঁড়ায় এবং তাঁর পা দুটি উঁচু করে ধরে। অন্যজন তাঁর পায়ের তালুতে লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। একই সঙ্গে একজন সামনে থেকে অন্যজন পেছন থেকে তাঁকে পেটায় এবং লাথি মারে। লাথি এবং পেটানোর কারণে তিনি হাত বাঁধা অবস্থাতেই গড়াগড়ি আর কানড়বাকাটি করতে থাকেন। এরপর আরেকজন তাঁকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে ধরে। অন্যরা মিলে তাঁকে কোমরে, পাঁজরে এবং পায়ে পেটায়। তিনি চিৎকার করলে বিএসএফ সদস্যরা তাঁর মুখেও আঘাত করে। এভাবে বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে মারতে মারতে তাঁর মলদ্বারে এবং পুরুষাঙ্গে পেট্রোল ঢালে। এক পর্যায় তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়েন। এরপর তাঁকে চৌকির

পাশে একটি বাঁশের খুটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়, এবং একজন বিএসএফ সদস্য তাঁকে পাহারা দিতে থাকে। আর অন্য সদস্যরা চলে যায়।

১০ ডিসেম্বর ২০১১ ভোর আনুমানিক ৪.০০টায় অন্যান্য বিএসএফ সদস্যরা সেখানে ফেরত এসে তাঁকে একইভাবে নির্যাতন করতে থাকে। নির্যাতনের এক পর্যায় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সকাল আনুমানিক ৭.০০ টায় জ্ঞান ফেরার পর তিনি দেখতে পান, তাঁর হাত দুইটি বাঁশের সঙ্গে বাঁধা ও তিনি একটি সরিষা ক্ষেতের মধ্যে পড়ে আছেন। চারদিকে ঘন কুয়াশার মধ্যে পাশ দিয়ে কয়েকজন লোক যাচিছল। তিনি তাঁদেরকে তাঁর হাতের বাঁধন খুলে দিতে অনুরোধ করেন। তাঁরা হাতের বাঁধন খুলে দেন। তিনি উলঙ্গ থাকায় তাঁরা একটি গামছা ও একটি চাদর তাঁকে দেন। তিনি গামছা ও চাদরটি গায়ে জড়ান। এরপর তিনি তাঁদেরকে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করলে তাঁরা তাঁকে বলেন, বিএসএফ সদস্যরা তাঁদেরকে ধরে ফেলতে পারে, তাই তাঁরা তাঁকে না নিয়েই সেখান থেকে চলে যান। তিনি তখন ১৬৩-১এস সীমান্ত পিলারের কাছ দিয়ে বাংলাদেশের রাজশাহীর খানপুরে চলে আসেন এবং বাবু নামের একজনের বাসায় ওঠেন। পরে বাবুর স্ত্রী মোসাম্মৎ শরিফা খাতুন গ্রামের পল্লী চিকিৎসক পারভেজ হোসেনকে ডেকে এনে তাঁর চিকিৎসা করান। ১০ ডিসেম্বর ২০১১ রাত আনুমানিক ১১.০০টায় তিনি তাঁর বাড়ীতে মোবাইল ফোনে খবর দেন যে, বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে নির্যাতন করেছে। তিনি খানপুর চরে বাবুর বাসায় চিকিৎসাধীন আছেন। ১১ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল আনুমানিক ১১.০০টায় তাঁর চাচা কামরুল ইসলাম মুকুল প্রতিবেশী রুবেল এবং টুটুল হোসেন কালোকে নিয়ে বাবুর বাসায় আসেন। তাঁরা তিনজন তাঁকে বিকাল আনুমানিক ৪.০০টায় বাড়ী নিয়ে যান। সেখানে আরেক পল্লী চিকিৎসক ইসমাইল হোসেন সেন্টু তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। হাবু বলেন, পুলিশ এবং বিজিবির (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) সদস্যদের হয়রানির ভয়ে তিনি নির্যাতনের কথাটি কাউকে বলেননি। তবে ১৪ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে এলাকার কয়েকজন লোক তাঁর কাছে জানতে চান যে, বিএসএফ সদস্যরা একজন লোককে নির্যাতন করেছে, এরকম ভিডিও তাঁরা হাতে পেয়েছেন এবং তিনিই সেই নির্যাতিত যুবক কিনা? তিনি ভিডিওটি দেখে ঘটনাটি স্বীকার করেন। এরপর ঘটনাটি এলাকায় জানাজানি হলে বিজিবির সদস্যরা তাঁকে মনাকষা সীমান্ত ফাঁড়ীতে ডেকে পাঠান। মনাকষা সীমান্ত ফাঁড়ীর কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার আবুল হোসেন তাঁর বক্তব্য নেন।

মোসাম্মৎ শরিফা খাতুন, বাবুর স্ত্রী, খানপুর চর, মতিহার থানা, রাজশাহী

মোসাম্মৎ শরিফা খাতুন অধিকারকে বলেন, হাবু তাঁর পূর্ব পরিচিত। ৬ ডিসেম্বর ২০১১ হাবু গরু আনতে ভারতে যান। এরপর ১০ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল আনুমানিক ৮.০০টায় ১৬৩-১এস পিলারের কাছ দিয়ে একটি গামছা পরে ও একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভারত থেকে তাদের বাসায় আসেন। হাবু তাঁকে জানান, চর মৌরুসী চৌকির বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে পিটিয়েছে। তিনি দেখেন, হাবুর হাত, পায়ের তালু, পিঠে আঘাতের চিহ্ন। শরীরে প্রচন্ড জ্বর। তিনি তখন খিদিরপুর গ্রামের পল্লী চিকিৎসক পারভেজ হোসেনকে ডেকে আনেন এবং ২,০০০টাকা খরচ করে হাবুকে চিকিৎসা করান। একটু সুস্থ হওয়ার পরে হাবু মোবাইল ফোনে তাঁর বাড়ীতে খবর দেন। ১১ ডিসেম্বর ২০১১ সকালের দিকে হাবুর চাচা কামরুল ইসলাম মুকুলসহ তিনজন লোক এসে হাবুকে নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জে চলে যান।

পারভেজ হোসেন, পল্লী চিকিৎসক, খানপুর চর, মতিহার, রাজশাহী

পারভেজ হোসেন অধিকারকে বলেন, ১০ ডিসেম্বর ২০১১ সকাল আনুমানিক ৯.০০টায় তাঁর পরিচিত মোসাম্মৎ শরিফা খাতুন তাঁকে তাঁর বাসায় যেতে বলেন। তিনি শরিফার বাসায় গেলে শরিফা জানান, হাবু নামের এক লোক ভারত থেকে আসার পথে বিএসএফ সদস্যরা তাকে নির্যাতন করেছে। তিনি তখন গিয়ে দেখেন, হাবুর হাত, পিঠ, কোমর, পায়ে এবং পায়ের তালুতে আঘাতের কারণে ফুলে গেছে। তিনি দ্রুত ব্যথা নাশক ইনজেকশনসহ প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। সারাদিন পর একটু সুস্থ হয়ে উঠলে হাবুকে উনড়বত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন।

কামরুল ইসলাম মুকুল (৩৪), হাবুর চাচা

কামরুল ইসলাম মুকুল অধিকারকে জানান, ১০ ডিসেম্বর ২০১১ রাত আনুমানিক ১১.০০টায় হাবু মোবাইল ফোনে তাঁকে জানায়, বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে নির্যাতন করেছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি রাজশাহীর মতিহার থানার খানপুর চর গ্রামের বাবুর বাসায় আছেন। তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। ১১ ডিসেম্বর ২০১১ রুবেল এবং টুটুল হোসেন কালোকে সঙ্গে নিয়ে তিনি খানপুর চরে রওনা হন। সকাল আনুমানিক ১১.০০টায় তিনি বাবুর বাসায় পৌঁছান। তিনি দেখেন, হাবুর শরীরে আঘাতের চিহ্ন, সে হাঁটতে পারছে না। তাঁরা তিনজন মিলে হাবুকে ধরে নিয়ে বিকেল আনুমানিক ৪.০০টায় সতের রশিয়া গ্রামের বাড়ীতে ফেরেন। তিনি বলেন, পুলিশ

এবং বিজিবির সদস্যদের হয়রানির ভয়ে তাঁরা হাবুর ওপরে বিএসএফ সদস্যদের নির্যাতনের কথা গোপন রাখেন। পরে এলাকার পল্লী চিকিৎসক ইসমাইল সেন্টুকে ডাকেন এবং তাঁর অধীনে হাবুকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাখেন । এখনও হাবু সুস্থ হতে পারেনি বলে তিনি জানান।

এসআই নুরে আলম সিদ্দিকী, অফিসার ইনচার্জ (চলতি দায়িত্ব), শিবগঞ্জ থানা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

এস আই নুরে আলম সিদ্দিকী অধিকারকে জানান, ১৯ জানুয়ারী ২০১২ কয়েকজন সাংবাদিক বেশ কয়েকবার ফোন করে জানতে চান, টেলিভিশনে দেখিয়েছে, এক যুবককে বিএসএফ সদস্যরা পিটিয়েছে। সেই যুবকের বাড়ী তাঁর থানার মধ্যে তাই তিনি এ বিষয়ে কিছু জানেন কিনা। তিনি তখন তাঁর এলাকায় খোঁজখবর নেন। পরে দূর্লভপুর ইউনিয়নের মেম্বার, সাহেব আলী তাঁকে ফোন করে জানান যে, সতের রশিয়া গ্রামের হাবুকে বিএসএফ সদস্যরা নির্যাতন করেছে। তিনি তখন হাবুর বাসায় যান এবং হাবুর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান। তিনি জানান, হাবুকে নির্যাতনের বিষয় নিয়ে এলাকায় যাতে কোন ধরনের সমস্যা না হয় সে জন্য কড়া নজরদারী করছেন। যেহেতু ঘটনাটি ভারতের ভেতরে ঘটেছে, সেহেতু আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ নেই। তবে তিনি বিজিবির সহায়তায় বর্ডার সিকিউরিটির আওতায় ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

সুবেদার আবুল হোসেন, কোম্পানী কমান্ডার, মনাকষা সীমান্ত ফাঁড়ী, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সুবেদার আবুল হোসেন অধিকারকে বলেন, তিনি বিএসএফ কর্তৃক সতের রশিয়া গ্রামের হাবুকে নির্যাতনের কথা এলাকার লোকের মাধ্যমে শুনে হাবুকে তাঁর ফাঁড়ীতে ডেকে পাঠান এবং হাবুর মুখ থেকে বিস্তারিত বিবরণ শুনে তা তিনি ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে জানিয়েছেন। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত এর বেশী কিছু বলতে তিনি রাজি হননি।

মেজর মোহাম্মদ সোলায়মান তালুকদার, ৩৭ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, রাজশাহী

মেজর মোহাম্মদ সোলায়মান তালুকদার অধিকারকে জানান, চাঁপাইনবাবগঞ্জের হাবু পালিয়ে খানপুর চর সীমান্ত দিয়ে ভারতে গিয়েছিল। ৯ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে ফেরার পথে বিএসএফ সদস্যরা হাবুকে নির্যাতন করে। নির্যাতনের পর হাবু পালিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসে এবং বাড়ীতে

গোপনে চিকিৎসা নেয়। ১৯ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে হাবুর নির্যাতনের খবর পেয়েই তিনি সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং বিএসএফ সদস্যদের সঙ্গে পতাকা বৈঠক করেন। ব্যাটালিয়ন পর্যায়, সেক্টর পর্যায় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ভারতকে জানানো হয়েছে। বিএসএফ সদস্যরা বলেছেন তাঁরা আর কাউকে নির্যাতন করবেন না। তিনি বলেন, আইনানুগভাবে যা করার তা হয়েছে। হাবুর বিষয়ে বিজিবির পক্ষ থেকে আর কিছু করার নেই বলে তিনি জানান।

এ.জেড.এম. সারজিল হাসান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ উপজেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

এ.জেড.এম সারজিল হাসান অধিকারকে জানান, তিনি এলাকার লোকজনের কাছে ঘটনাটি জানতে পারেন এবং জেলা প্রশাসককে জানান। তিনি প্রশাসনের পক্ষ থেকে হাবুর বাসায় যান এবং উপজেলা হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তাকে (আরএমও) দিয়ে হাবুর চিকিৎসা করান। এছাড়া হাবুকে দশ হাজার টাকা অনুদানসহ শীতের জামা কাপড় দেয়া হয়েছে। তিনি জানান, হাবুর চিকিৎসার ব্যাপারে উপজেলা প্রশাসন নিয়মিত দেখাশুনা করছে। হাবুর উনড়বত চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করছে।

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান, পুলিশ সুপার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান অধিকারকে জানান, তিনি রাজশাহী থেকে এক বার্তা মারফত জানতে পারেন, হাবু নামে এক লোককে রাজশাহীর সীমান্তে বিএসএফ সদস্যরা নির্যাতন করেছে। তিনি তখনই থানা পুলিশের মাধ্যমে হাবুকে খুঁজে বের করেন এবং হাবুর বক্তব্য অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন।

কে.এম. আলী আজম, জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

কে.এম. আলী আজম অধিকারকে জানান, তিনি যখনই জানতে পারেন যে, হাবু নামে এক যুবককে বিএসএফ সদস্যরা নির্যাতন করেছে, তিনি তখনই শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানার অফিসার ইনচারজ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মেম্বারকে হাবুর চিকিৎসাসহ তার সব ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে নির্দেশ দেন। তাৎক্ষনিক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নগদ কিছু অনুদানসহ চিকিৎসারও ব্যবস্থা করেছেন।

অধিকারের বক্তব্য

অধিকার দাবী জানাচ্ছে যে, সীমান্তে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা বন্ধে সরকারের পক্ষ থেকে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ হাবুর পরিবারকে ভারতীয় সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিতে হবে।

-সমাপ্ত-